NOV. 17 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

ভোরের কাগজ

৫ নামে এক প্রতিষ্ঠান পেলো বিপুল বই ছাপার কাজ

মাধ্যমিক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সংকটের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা

শামীমা বিনতে রহমান : একই ব্যবস্থাপনার অধীনে ৫টি প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৩ ভাগের ২ ভাগ এবং প্রাথমিক স্তরের ৮টি প্যাকেজের পাঠ্য পুস্তক ছাপানোর কাজ পেয়েছে। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষে বেক্সিমকোর ৩টি প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের প্রায় পুরো কাজ দেওয়ায় যে তীব্র পাঠ্য পুস্তক সংকট তৈরি হয়েছিল আগামী শিক্ষাবর্ষেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কার্যাদেশ পাওয়া প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, কার্যাদেশ পাওয়া ৪৪৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬টি প্রতিষ্ঠান এবার মাধ্যমিক ও প্রাথমিক দুই স্তরেরই বই ছাপানোর জন্য একাধিক নামে কাজ পেয়েছে।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণ পর্যবেক্ষণের জন্য নবগঠিত বিশেষ মনিটরিং কমিটির প্রধান শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ভোরের কাগজকে জানান, প্রকাশকদের কার্যাদেশ পাওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটিই নিয়মের মধ্যেই হওয়ার কথা, তারপরও একই ব্যবস্থাপনা এতোগুলো প্রতিষ্ঠান কিভাবে বিশাল অঙ্কের কার্যাদেশ পেলো তা তিনি খুব শিগগিরই খতিয়ে দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন।

কার্যাদেশ পাওয়া প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ পাওয়ার পরিমাণ তদন্তে দেখা গেছে, যশোরের প্রকাশক আবুল কাশেম সরকার 'সরকার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স', 'বলাকা প্রেস', 'হাসান ট্রেডার্স', 'মডার্ন প্রিন্টিং এন্ড প্রেস', 'অনন্যা পাবলিকেশন্স'-এর নামে মাধ্যমিক স্তরের ২৫ কোটি টাকার এবং প্রাথমিক স্তরের ৪০ লাখ টাকার কাজের অনুমোদন আদায় করেছে পাঠ্য পুস্তক বোর্ড থেকে। যশোরের এই প্রকাশকের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো যশোর ছাড়া ঢাকাতেও রয়েছে। একই ব্যবস্থাপনার অধীনে এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই স্তরে কাজ পাওয়া বাকি ৪০টি প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকটিই ২ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকার মধ্যে কাজ পেয়েছে।

এবারের প্যাকেজ প্রথা এবং যাচাই-বাছাই কমিটির মাধ্যমে প্রকাশক নির্বাচনে নিয়ম করা হয়েছিল, মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানই ২ কোটি টাকার উপরে কাজ পাবে না এবং প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ২ লাখের ওপরে কাজ দেওয়া যাবে না। যাতে একই প্রতিষ্ঠানের ওপর অধিক বই ছাপানোর চাপ না পড়ে সে জন্যই এই নিয়ম করা হয়েছিল।

প্রকাশকদের মধ্যে টাকার অঙ্কের বিচারে বইয়ের পরিমাণ নিরূপণে সৃষ্ট অনিয়ম প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড চেয়ারম্যান সফিউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যশোরের প্রকাশকের ২৫ কোটি টাকার কাজ পাওয়ার বিষয়টি ঠিক না বলে জানান। তবে পাঠ্য পুস্তক বোর্ড চেয়ারম্যান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই স্তরেই ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের কাজ পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, এতে সঠিক সময়ে বই প্রকাশনায় বিলম্ব হবে না এবং জানুয়ারির পূর্বেই শিক্ষার্থীরা বাজারে তাদের প্রয়োজনীয় বই পেয়ে যাবে।

এদিকে কার্যাদেশ পাওয়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাবাজারের কয়েকজন প্রকাশক জানান, যে ৪৬টি প্রতিষ্ঠান দুই স্তরে একাধিক নামে কাজ পেয়েছে তাদের সবাই প্রধানত আবশ্যিক বই ছাপানোর দায়িত্ব পেয়েছে এবং বাকিদের অধিকাংশকেই ঐচ্ছিক বিষয় ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তক নিয়ে বড়ো ধরনের জটিলতা প্রথম দেখা যায় ১৯৯৭ সালে। সেবার মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তক নিয়ে সংকট তৈরি হয়। এরপর '৯৮-৯৯ প্রতিবারেই বই সংকট হয়েছিল, তবে তীব্র সংকট তৈরি হয়েছিল চলতি শিক্ষাবর্ষে। চলতি শিক্ষাবর্ষের পাঠ্য পুস্তক ছাপানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত বেক্সিমকোর ৩টি প্রতিষ্ঠান পুস্তকা, ফ্রিপ্রেস, শুকতারা প্রাথমিকের ৩ কোটি ৪৫ লাখ এবং মাধ্যমিকের প্রায় সবগুলো বই ছাপানোর দায়িত্ব নিলেও বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত তারা পুরো কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি।